দ্বিতীয় ষন্মাস (সাধারণ)

১। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশ থেক উদ্ভূত চারটি শাখার নাম লেখ। ২

উত্তর :- ১. ইন্দো-ইরানীয় ২. আরমেনীয়
৩. গ্রীক ৪. ইতালিক

২। ভারতীয় আর্যভাষাকে কটি যুগে ভাগ করা হয় কি কি ? ১ + ১ = ২

উত্তর :- তিনটি যুগে ভাগ করা হয়। যথা - প্রাচীন ভারতীয় আর্য, মধ্য ভারতীয় আর্য, নব্য ভারতীয় আর্য।

৩। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কালগত সীমা ও সাহিত্যিক নিদর্শণের পরিচয় দাও। ১ + ১ = ২

উত্তর :- কালগত সীমা – খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দ থেকে ৬০০ অব্দ।

সাহিত্যিক নিদর্শণ - বেদ মূলত, ঋকবেদের সংহিতা অংশ।

৪। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার কালগত সীমা ও সাহিত্যিক নিদর্শণের পরিচয় দাও। ১ + ১ = ২

উত্তর :- মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার কালগত সীমা – খ্রীঃ পূঃ ৬০০ থেকে ৯০০ খ্রীস্টাব্দ।

সাহিত্যিক নিদর্শণ - অশোকের শিলালিপি, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মগ্রন্থ, মহাকাব্যাদি সাহিত্য, কালিদাস প্রমূখ সাহিত্যিকদের সংস্কৃত নাটক ও কাব্য।

প্রশ্নের মান ৬

১। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লেখ। ৬

উত্তর :- ১. সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মধ্যে যেখানে সন্ধি সম্ভব সেখানে প্রায় সব ক্ষেত্রেই সন্ধি অপরিহার্য ছিল।

২. স্বরাঘাতের প্রবনতা লক্ষ করা যায়।

৩. বিভিন্ন যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার প্রচলিত ছিল – ক্র, ক্ল, ক্ত, ক্ষ্ম, ষ্ট্র ইত্যাদি।

৪. ঋ, ৠ, ঌ, এ স্বরধ্বনি ও শ, স, ষ ব্যঞ্জন্ধ্বনি প্রচলিত ছিল।

২। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লেখ। ৬

উত্তর :- ১. আটটি কারক ছিলো – কতৃ, কর্ম, করণ, অপাদান, সম্প্রদান, সম্মন্ধপদ, সুম্মোধনপদ।

২. তিনটি লিঙ্গ ছিলো – পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ।

৩. পাঁচটি কাল ছিলো – লট, লিট, লৃট, লঊ, লুঊ।

৪. ক্রিয়ার পাঁচটি ভাব ছিলো – অভিপ্রায়, নির্বন্ধ, নির্দেশক, সম্ভাবক, অনুজ্ঞা।

৫. উপসর্গ প্রচলিত ছিলো – প্র, পরা, অপ, সম, অনু, অব, নী ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ষণ্মাস (সান্মানিক)

(ক) ১। বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগের নাটকগুলি কোন্ধর্মী ছিলো ? প্রথম যুগের দুটি বাংলা নাটকের উদাহরণ দাও । ১ + ১ = ২

উত্তর :- বাংলা সাহিত্যের প্রথমযুগের নাটকগুলি ছিলো মূলত অনুবাদধর্মী ।

প্রথমযুগের দুটি বাংলা নাটক হল – হরচন্দ্র ঘোষের কীর্তিবিলাস এবং তারাচরণ সিকদারের ভর্দ্রার্জুন ।

২। রামনারায়ন তর্করত্ন কোন নাটক লিখে ২০০ টাকা পুরস্কার পান ? এই নাটক্টি কোন নাট্যশালায় অভিনীত হয় ? ১ + ১ = ২

উত্তর :- রামনারায়ন তর্করত্ন ' নবনাটক ' লিখে ২০০ টাকা পুরস্কার পান । এই নাটকটি জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় অভিনীত হয় ।

৩। কোন নাটকের অভিনয় দেখে মধুসূধন দত্তের নাটক রচনার অভিপ্রায় জাগে । এর ফলশ্রুতিতে তিনি কোন নাটড়ক রচনা করেন ? ১ + ১ = ২

উত্তর :- ' রত্নাবলী ' নাটকের অভিনয় দেখে মধুসূদন দত্তের নাটক রচনার অভিপ্রায় জাগে । ফলশ্রুতিতে তিনি ' শর্মিষ্ঠা ' (১৮৫৯ সালে) রচনা করেন ।

৪। কার অনুরোধে মধুসূদন দত্ত প্রহসনদ্বয় রচনা করেন ? প্রহসন দুটির নাম প্রকাশকাল সহ লেখ । ১ + ১ = ২

উত্তর :- পাইকপাড়ার বিদ্যোৎসাহী জমিদার সিংহ-ভ্রাতাদের অনুরোধে মধুসূদন দত্ত প্রহসনদ্বয় রচনা করেন । প্রহসন দুটি হল ' একেই কি বলে সভ্যতা ' (১৮৬০), ' বুড়োশালিখের ঘাড়ে রোঁ ' (১৮৬০) ।

(খ) ১। বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ও পুরস্কার কীভাবে রামনারায়ন তর্করত্নের নাট্যভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিলো লেখ । ৬

উত্তর :- বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ও পুরস্কার ঘোষণা রামনরায়নকে নাটক রচনা করতে উদ্বুদ্ধ করে । যেমন কুন্তিগ্রামের জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী সাময়িক পত্রে পতিব্রতা নারীর ধর্মকর্ম বিষয়ক একটি নাটক রচনার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন এবং সঙ্গে ৫০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন । এই বিজ্ঞাপন দেখে রামনারায়ন লেখেন ' পতিব্রতোপাখ্যান ' নাটকটি । জোড়াসাঁকো নাট্যশালার কর্মকর্তার অনুরোধে এবং বিজ্ঞাপনে লেখেন নবনাটক ।

২। মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দাও । ৬

উত্তর :- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী নাট্যব্যক্তিত্ব মাইকেল মধুসূদন দত্ত । বাংলা নাটকের আকাশে তনি স্বাতন্ত্র ও উৎকৃষ্ট নাট্য রসের সঞ্চার করেন ।

তাঁর রচিত নাটকগুলি ' শর্মিষ্ঠা ', ' পদ্মাবতী ', ' কৃষ্ণকুমারী ', ' একেই কি বলে সভ্যতা ', ' বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ ' ।

নাটক অভিনয়ের নামে বাংলা রঙ্গমঞ্চে যে অশ্লীলতা চলছিল তিনি তার মূলে কুঠারাঘাত করেন । বাংলা নাটককে তিনি অনেকাংশে আক্ষরিক অনুবাদ থেকে বিরত রাখেন । নাটকগুলি তিনি পাশ্চাত্য রীতি ও ভারতীয় রীতির অনুসারে রচনা করেন ।

প্রহসন রচনায় তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । সমকালীন ইয়ং বেঙ্গল ও নানান কুপ্রথার বিরুদ্ধে তিনি তাঁর প্রহসনগুলিতে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করেছেন ।

বাংলা নাটক কে অনুবাদধর্মীতা ও অশ্লীলতা থেকে উদ্ধার করে এক নতুনত্ব দান করেছেন তিনি ।

উপভাষা – বিভাষা (প্রশ্নমান্ ২ এর জন্য)

১। ভাষাবিজ্ঞানী ব্লুমফিল্ডের মতানুযায়ী সমাজে ব্যবহৃত ভাষার শ্রেণিবিভাগ করো ।

উত্তর :- ক) আদর্শ সাহিত্যিক ভাষা

খ) আদর্শ চলিত ভাষা

গ) প্রাদেশিক আদর্শ ভাষা

ঘ) ইতরজনের ভাষা

ঙ) অঞ্চলিক উপভাষা

২। সুহ্মক উপভাষা কাকে বলে ? এই উপভাষাটি কোথায় প্রচলিত ?

উত্তর :- ঝাড়খন্ডী উপভাষার অপর নাম সুহ্মক উপভাষা । পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ–পশ্চিম প্রান্ত অর্থাৎ অবিভক্ত মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ–পশ্চিম প্রান্ত এবং বিহারের ধলভূম ও মানভূম অঞ্চলে এই উপভাষাটি প্রচলিত ।

৩। বিভাষা কাকে বলে ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো ।

উত্তর :- অঞ্চল ভেদে ধ্বনি, রূপ ও বাগধারাগত স্বল্প পার্থক্যের কারণে একই ভাষার মধ্যে যেমন উপভাষার জন্ম হয়, ঠিক তেমনভাবেই এক-একটি উপভাষার মধ্যে যে বিভিন্ন ভাষাগত আঞ্চলিক পৃথক রূপ গড়ে ওঠে তাদের বিভাষা বলে । যেমন – সূহ্মবিচারে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান উপভাষা রাঢ়ীর চারটি বিভাষা ।

ক) পূর্ব-মধ্য : কলকাতা, উত্তর ২৪ পঃ, হাওড়াতে

খ) পশ্চিম-মধ্য : হুগলী, বাঁকুড়া, পুর্ব বীরভূম, পূর্ব বর্ধমানে

গ) উত্তর-মধ্য : মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, দক্ষিণ মালদহে

ঘ) দক্ষিণ-মধ্য : উঃ-পূঃ মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পঃ অঞ্চলে প্রচলিত ।

অনুরূপে বঙ্গালী উপভাষার দুটি বিভাষা ।

ক) বিশুদ্ধবঙ্গালী : ঢাকা, ফরিদপুর, মৈমনসিংহ, বরিশাল, খুলনা, যশোহর অঞ্চলে এবং

খ) চাটিগ্রামী : চট্টগ্রাম, ও নোয়াখালী অঞ্চলে প্রচলিত ।

৪। সামাজিক উপভাষা কাকে বলে ?

উত্তর :- শিক্ষা, শিষ্টতা এবং বিত্তের ভিত্তিতে সামাজিক স্তরভেদে একই অঞ্চলের একই ভাষাভাষী মানুষের কথাবার্তায় – শব্দ উচ্চারণ ও ব্যবহারে তারতম্য চোখে পড়ে । সামাজিক স্তরভেদে উদ্ভুত এই উপভাষাকে সামাজিক উপভাষা বলা যায় । যেমন – একজন পুরোহিত, একজন শিক্ষক, একজন উকিল, একজন শ্রমজীবী, একজন অপরাধী দুষ্কৃতির ভাষাব্যবহারে সামাজিক উপভাষাগত পার্থক্য দেখা যায় ।

উপভাষা – বিভাষা (প্রশ্নমান্ ৬ এর জন্য)

১। রাঢ়ী ও বঙ্গালী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো। ৬

উত্তর :- রাঢ়ী ও বঙ্গালী উভয়ই বাংলা ভাষার উপভাষা। ফলতঃ উভয়ের মধ্যে বেশ কিছু সাধারণ ধর্ম থাকলেও উপভাষাগত বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে এই দুটি উপভাষার মধ্যে তুলনা মূলক আলোচনা করা হল –

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে :-

১. রাঢ়ী উপভাষায় ই, উ, ক্ষ এবং য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে ' অ ', ' ও ' ডুপে উচ্চারিত হয়। যেমন – অতি > ওতি। অন্যক্ষেত্রেও অনেক সময় এমন হয়। যেমন – মন > মোন ইত্যাদি।

অন্যপক্ষে বঙ্গালীতে আমন প্রবণতা নেই। বরং এই উপভাষায় ও-কার (উচ্চমধ্য অর্ধসংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি), উ-কার (উচ্চসংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি) রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন – লোক > লুক, দোষ > দুষ ইত্যাদি।

২. রাঢ়ী উপভাষায় শব্দ মধ্যস্থ নাসিক্যধ্বনি লোপ পেয়ে পূর্বব্রতী স্বরের নাসিক্যিভবন ঘটে। যেমন – চন্দ্র > চাঁদ। কোথাও নাসিক্য ব্যঞ্জন না থাকলেও স্বরধ্বনির স্বতোনাসিক্যিভবন ঘটে। যেমন – পুস্তক > পুথি > পুঁথি।

পক্ষান্তরে বঙ্গালী উপভাষায় নাসিক্যধ্বনি (ঙ, ন, ম) র লোপ হয় না। ফলে পূর্ববর্তী ধ্বনির নাসিক্যিভবন ঘটে না। যেমন - চন্দ্র > চান্দ। যদিও নোয়াখালি, চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্বতোবনাসিক্যিভবন পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। যেমন - আমি > আঁই।

৩. রাঢ়ী উপভাষায় ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি অনুযায়ী অপিনিহিতিজাত স্বরধ্বনির সাথে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনির সন্ধিতে অভিশ্রুতি ঘটে। যেমন – হাঁটিয়া > হাঁইট্যা > হেঁটে।

পক্ষান্তরে বঙ্গালী উপভাষায় অপিনিহিতিজাত স্বরধ্বনি (ই, উ) রক্ষিত হয়। অভিশ্রুতি ঘটে না। যেমন – হাঁটিয়া > হাঁইট্যা।

এছাড়াও রাঢ়ীতে ল-কার কখনো কখনো ন-কার এ পরিনত হয়। যেমন – লুচি > নুচি।

কিন্তু বঙ্গালীতে এইরূপ ঘটে না।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :-

১. রাঢ়ীতে সকর্মক ক্রিয়ার কর্তায় এ বিভক্তি হয়। যেমন – ছাগলে ঘাস খায়।

কিন্তু বঙ্গালীতে নির্বিশেষ অর্থাৎ অকর্মক ক্রিয়ার কর্তায়ও এ বিভক্তি যুক্ত হতে পারে। যেমন – বাপে কইছে।

২. রাঢ়ী উপভাষায় অধিকরণ কারকে এ এবং তে বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন – ঘরেতে ভ্রমর এলো।

অন্যপক্ষে বঙ্গালী উপভাষায় অধিকরণ কারকে ত বিভক্তি প্রয়োগ হয়। যেমন – বাড়িত থাকুম।

৩. রাঢ়ী উপভাষায় সদ্য অতীত কালে উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি লুম। যেমন – আমি বললুম।

বঙ্গালী উপভাষায় সদ্য অতীত কালে ক্রিয়ার বিভক্তি লাম। যেমন – আমি খাইলাম।

এছাড়াও ক্রিয়া রূপের প্রধান বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রাঢ়ী উপভাষায় যেটি সাধারণ বর্তমানের রূপ, বঙ্গালী উপভাষায় সেটিই ঘটমান বর্তমান অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন – মা ডাকছে = মায়ে ডাকে।